JAN 25 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের তাণ্ডব

সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও ঠ্যাঙ্গারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই দুর্বৃত্তপনার শিকার হয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা দফায় দফায় হামলা চালিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমাবেশ পণ্ড করে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুরে আধা ঘণ্টাব্যাপী এই হামলা চলাকালে ক্যাম্পাস এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের হাতে ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা গাছের ডাল, লাঠিসোঁটা হাতে ছাত্রলীগের নেতাদের ওপর হামলা করছে এবং পুলিশ পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের সমাবেশে হামলা চালাল, নেতাদের মারপিট করল, ক্যাম্পাসে ত্রাস সৃষ্টি করল অথচ পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করল না। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ এ হামলায় ছাত্রদলকেই সহায়তা করেছে। তবে কি প্রতিপক্ষকে দমন করতে পুলিশও ছাত্রদলের 'বি টিম' হয়ে গেল?

একটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়ে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ এতজন কেন্দ্রীয় নেতাকে মারপিট করার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। এই হামলা অবশ্যই নিন্দনীয়। এর মধ্য দিয়ে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের ফ্যাসিবাদী চরিত্রেরই উন্মোচন ঘটেছে। বিনা কারণে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালানো কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রতিপক্ষকে এভাবে পেশিশক্তির জোরে দমন করার মানসিকতা এক ধরনের বর্বরতা। তবে কি শাসকদলের ছাত্র সংগঠন এ বর্বরতাকেই নীতি হিসেবে বেছে নিয়েছে?

ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বর্তমানে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সন্ত্রাস নৈরাজ্য দখল চাঁদাবাজি প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ ইত্যাদি অপকর্মের সাথে বর্তমানে ছাত্রদল নামটি সমার্থক হয়ে গেছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের নানা অপকর্মের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এই ঘটনার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হানাহানির পথটিকেই কি খুলে দেয়া হলো না?

বেপরোয়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে প্রায় দেড় মাস আগে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় ছাত্রদলের সভাপতি ও সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন পিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়; কিন্তু ছাত্রদলের সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। মাত্র মাসখানেক আগে ছাত্রদলের যেসব সশস্ত্র কর্মী জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হল দখলের ঘটনায় নেতৃত্ব দিল তাদের সবাইকে গ্রেফতার করা হলো না। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও শক্ত গাঁথুনিতে অভিযোগের বিবরণ প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে গ্রেফতারকৃতরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যদি নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করা হয়, সন্ত্রাসী রাজনীতিকে কঠোরভাবে দমন না করা হয় তাহলে একজন পিন্টুকে গ্রেফতার করে কিংবা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে কোন ফায়দা আসবে না। এগুলো লোক দেখানো তৎপরতা হিসেবেই বিবেচিত হবে। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং আক্রমণাত্মক ভূমিকার লাগাম এখনই শক্ত হাতে টেনে ধরা দরকার। শাসকদলকে মনে রাখতে হবে যে, সন্ত্রাস কিংবা দমন নির্যাতন চালিয়ে কখনও কোন সুফল পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস ও হামলা পাল্টা সন্ত্রাস ও হামলার জন্ম দেয়। সহিংসতা দিয়ে কখনও শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েম হতে পারে না। সহিংসতা পারে শুধু সহিংসতাকেই উস্কে দিতে।

আমরা চাই, ছাত্রলীগের সমাবেশে যারা হামলা চালিয়েছে, নেতাদের পিটিয়েছে, তাদের গ্রেফতার ও বিচার করা হোক। পুলিশের নির্বিকার ভূমিকার অভিযোগটিরও তদন্ত হওয়া উচিত। পুলিশকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা যে সরকারিদলের কর্মী নয় এটা বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। ছাত্র সংগঠনগুলো সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির চর্চা করুক, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকুক; কিন্তু হানাহানি সন্ত্রাস আধিপত্য বিস্তারের ধারাই যদি ছাত্র রাজনীতির নামে চলতে থাকে তবে তা হবে জাতির জন্য মহা সর্বনাশেরই আয়োজন। সরকারকেও বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সরকারের নেতারা বলে থাকেন অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফল নাকি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায়। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের আশকারা দিয়ে তারা আগামী নির্বাচনে নিজেদের বিরুদ্ধে আরেকটি 'গণরায়'কেই কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন না?